দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 ... 3

104

শিক্ষাঙ্গন

যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চাই

শিক্ষা হচ্ছে এমন এক আলোকবর্তিকা যা মানুষকে অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে আনে, যা মানুষের জীবনকে সৌন্দর্যময় করে তোলে অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষা আমাদের এমন জ্ঞান দেয় যার ফলে আমরা আমাদের বিবেককে জাগ্রত রাখতে পারি। এক কথায় শিক্ষা মানুষের জীবন চলার পথের সহায়ক। আবার অসৎ শিক্ষা মানুষের কোন কাজে আসে না। বরং ঘৃণার পাত্র হয়েই মানুষ জীবন-লীলা সাঙ্গ করে। অন্যদিকে সৎ শিক্ষার জন্যই মানুষ মরণের পরও আলোচিত হয়। যেমন আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) সৎ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বলেই তার কীর্তি আজও বয়ে চলছে প্রতিটি মুসলমানের হৃদয় জুড়ে।

বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা লাভ করে। কেউ সরাসরি ফল চায় আর কেউ ফলতে চায়। আসলে ফল চাওয়ার শিক্ষার কোন মূল্য নেই।

যে শিক্ষার কোন জ্যোতি বা আলো নেই, সে শিক্ষার দ্বারা অর্জিত জ্ঞান মানুষের সামান্যটুকু উপকারেও আসে না। শুধু তারা ফল চায়। চায় না বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে ল্যাগাতে। আর যদি ফলতে চাওয়ার জন্য শিক্ষা হয়ে থাকে তাহলে ঐ অর্জিত শিক্ষা বিকশিত হতে হতে আলো বিচ্ছুরিত হবেই আলোকিত করবে অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজকে।

শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। শিক্ষিত ব্যক্তি জীবন চলার পথে নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলে না। চরম মুহূর্তে নিজের বুদ্ধি-বৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে সংকট উত্তরণের চেষ্টা করে। অন্যদিকে অশিক্ষিত নানা প্রতিবন্ধকতায় খেই হারিয়ে ফেলে। আসলে উপযুক্ত শিক্ষা মানুষকে একটা না একটা পথের সন্ধান অবশ্যই দেয়।

শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজ ও জাতির কর্ণধার। তারাই যুগে যুগে আলোচিত হয়ে আসছে। এবার আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কথা। শিক্ষা পদ্ধতি যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। কালে কালে বিভিন্ন রকম শিক্ষা পদ্ধতির হের-ফের হয়।

যেমন পাকভারত আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বৃটিশ আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা এক রকম নয়। আবার বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতিও পূর্বের মত নয়। কালে কালে মানুষের চিন্তাধারার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতি জন্মলাভ করে। কিন্তু সর্বোপরি আমাদের প্রয়োজন একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এ শিক্ষা ব্যবস্থা। নতুবা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে ব্যাহত ও অর্থহীন।

—এস, মুজিবুর রহমান